1248 - চাঁদ উঠার বিভিন্ন উদয়স্থল সংক্রান্ত মতভেদ কি বিবেচনাযোগ্য? এ ব্যাপারে অমুসলিম দেশে অবস্থানরত মুসলিম কমিউনিটির করণীয়

প্রশ্ন

আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতে বসবাসরত কিছু মুসলিম ছাত্র। প্রতি বছর রমজান মাসের শুরুতে আমরা একটি সমস্যার মুখোমুখি হই। এ সময় স্থানীয় মুসলিম কমিউনিটি তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১. প্রথম দল: তারা যে দেশের স্থায়ী বাসিন্দা সে দেশে চাঁদ দেখার খবরের ভিত্তিতে রোজা শুরু করে। ২. দ্বিতীয় দল: যারা সৌদি আরবে রোজা রাখা শুরু হলে সিয়াম পালন শুরু করে। ৩. তৃতীয় দল: যারা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মুসলিম ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নতুন চাঁদ দেখার খবর পৌঁছলে রোজা রাখে। এ ছাত্র ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে চাঁদ দেখার দায়িত্ব পালন করে থাকে। তারা দেশের কোন এক স্থানে চাঁদ দেখলে সে খবর বিভিন্ন ইসলামিক সেন্টারে পৌঁছে দেয়। তাদের খবরের ভিত্তিতে গোটা যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমান একই দিন রোজা পালন শুরু করে; যদিও শহরগুলোর মাঝে দূরত্ব অনেক। এক্ষেত্রে সিয়াম পালন, চাঁদ দেখা ও এ সংক্রান্ত খবরের ব্যাপারে কারা বেশি অনুসরণযোগ্য? দয়া করে এ ব্যাপারে আমাদেরকে ফতোয়া দিন; আল্লাহ আপনাদেরকে সওয়াব দিবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এক: স্থানভেদে নতুন চাঁদের ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল থাকার বিষয়টি ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দ্বারা অবধারিতভাবে জ্ঞাত।এ ব্যাপারে কোন আলেম দ্বিমত করেননি। সে ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল কি বিবেচনাযোগ্য; নাকি বিবেচনাযোগ্য নয়- তা নিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। দুই: ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল ও তা বিবেচনাযোগ্য না হওয়ার বিষয়টিতাত্ত্বিক মাসয়ালা।এতে ইজতিহাদের সুযোগ রয়েছে। ইলম ও দ্বীনদারিরবিবেচনায়যোগ্য আলেমদের এ ব্যাপারে মতভেদ করার অবকাশ আছে। এটি এমন একটি গ্রহণযোগ্য মতভেদ যে ব্যাপারে সঠিক মতপ্রদানকারী (মুজতাহিদ) দুইবার সওয়াব পাবেন- ইজতিহাদ করার সওয়াব ও সঠিক মত প্রদান করার সওয়াব এবং ভুল মত প্রদানকারী (মুজতাহিদ)ও ইজতিহাদ করার জন্যএকটি সওয়াব পাবেন। এই মাসয়ালাতে আলেমগণ দুটি মত ব্যক্ত করেছেন:

-তাঁদেরকেউকেউভিন্নভিন্নউদয়স্থলবিবেচনাকরেছেন

-আর কেউ কেউ ভিন্ন ভিন্ন উদয়স্থল বিবেচনা করেননি

তাদরে উভয়পক্ষ কুরআন ও সুন্নাহ থকেে দললি দয়িছেনে। এমনকি একই দললিউভয় পক্ষ তার মতরে পক্ষব্যেবহার করছেনে। কারণ সে দললিটি উভয় মতরে পক্ষে দললি হসিবেে পশে করা যায়। যমেনআল্লাহ্‌র তাআলার বাণী:

(يسألونكعنالأهلةقلهيمواقيتللناسوالحج)[2 البقرة: 189]

“লোকেরো আপনাকে নতুন মাসরে চাঁদসম্পর্কে জজ্ঞিসে করে। আপনি তাদরেকে বলে দনিএটা মানুষরে (বভিন্নি কাজ-কর্মরে)এবং হজ্জরেসময় নর্িধারণ করার জন্য।” [২ সূরা আল-বাক্বারা:১৮৯]এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহওিয়াসাল্লাম এরবাণী:

(صوموالرؤيتهوأفطروالرؤيته) الحديث

“তোমেরা তা (নতুন চাঁদ) দখেে রোজা শুরু কর এবং সটো (নতুন চাঁদ) দখেে রোজা ছড়েে দাও।”[সহহি বুখারী(১৯০৯)ও সহহি মুসলমি (১০৮১)]উভয় পক্ষরে এ মতভদেরে কারণ হল প্রত্যকেে পক্ষদললিটকিে ভন্নি ভন্নি আঙ্গকিে বুঝছেনে এবং মাসয়ালা নর্িণয়রে ক্ষত্রেে আলাদা আলাদাপথ অনুসরণকরছেনে।

তনি: জ্যোতর্িবদ্যিার গণনার মাধ্যমে নতুনচাঁদ সাব্যস্তকরণ ও এ ব্যাপারে বর্ণতি কুরআন-হাদসিরে দললিগুলো আলমেগণরে পরষিদ পর্যালোচনা করছেনে এবংতাঁরাএব্যাপারপূর্ববর্তী আলমেগণরেসকল বক্তব্য অবগত হয়ছেনে।পরশিষেে তাঁরা সর্বসম্মতক্রিমে এ সদ্ধিান্তে পৌঁছছেনে য,ে শরয়ি বধিবিধিান পালনরে জন্য নতুন চাঁদ সাব্যস্ত করার ক্ষত্রেে জ্যোতর্িবজ্ঞিানরে হসিাবগ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদরে দললি হচ্ছ-ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহওিয়াসাল্লাম এর বাণী:

(صوموالرؤيتهوأفطروالرؤيته) الحديث

“তোমেরা তা (নতুন চাঁদ) দখেে রোজারাখ এবং তা (নতুন চাঁদ) দখেে রোজা ছাড়।”[সহহি বুখারী (১৯০৯)ও সহহি মুসলমি (১০৮১)]তনিি আরো বলছেনে:

(لاتصوموا حتىتروهولاتفطروا حتىتروه) الحديث

“তোমেরাতা (নতুন চাঁদ) না-দখো পর্যন্ত রোজা রখেো না এবং তা (নতুন চাঁদ) না-দখো পর্যন্ত রোজা ছড়েে দওি না।”[মালকি (৬৩৫)]এবং এই অর্থরেআরো অন্যান্য দলীল।

গবষেণা ও ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরিঅভমিত হচ্ছ-ে অমুসলমি সরকার কর্তৃক শাসতি দশেে বসবাসকারী মুসলমানদরে জন্য নতুন চাঁদ সাব্যস্ত করার ক্ষত্রেে এ ধরনরে মুসলমি ছাত্র ইউনয়িন (অথবা অন্য যে কোনে প্রতষ্ঠিান যারা মুসলমিকমউিনটিরি প্রতনিধিত্বি কর)ে মুসলমি সরকাররে স্থলাভষিক্তি হব।ে ইতপূির্বে উল্লখেতি আলোচনার পরপ্রিক্ষেতিে বলা যায় য,ে এই ছাত্র ইউনয়িনরে ভন্নি ভন্নি উদয়স্থল ববিচেনা করা অথবা না-করাএ দুটো অভমিতরে যে কোনে একটি

বছেে নয়োর অধকিার রয়ছে।ে এরপর তারা বাছাইকৃত সে অভমিতকে সে দশেরে সকল মুসলমিরে উপর প্রয়োগ করবনে। ছাত্র ইউনয়িনরে এই সাধারণ প্রজ্ঞাপন মনেে নয়ো সখোনকার মুসলমিদরে জন্য বাধ্যতামূলক- ঐক্যরে স্বার্থ,ে যথাসময়ে সয়িাম শুরু করার স্বার্থে এবং মতভদে ও বভি্রান্ত িএড়য়িে চলার নমিত্তি।ে এ ধরনরেদশেযোরাবাসকরতোদরে প্রত্যকেরেকর্তব্য হলো- নজি নজি এলাকায়নতুনচাঁদদখো।যদ িতাদরেমধ্য থকেএেকবাএকাধকি ছকিা(নর্িভরযোগ্য) ব্যক্তনিতুনচাঁদদখেতেবতোরারোজোপালনশুরু করবএেবংছাত্র ইউনয়িনকওেসে সংবাদ দবিযোেততোরাসবারজন্য প্রজ্ঞাপন জারী করতপোর।ে এই পদ্ধতটিমিাসশুরুসাব্যস্ত হওয়ারক্ষত্রেে প্রযোজ্য।আর মাস শষে হওয়ার ক্ষত্রেে শাওয়াল মাসরে নতুন চাঁদ দখেছেে এই মর্মে দুইজন আদলে(দ্বীনদার) ব্যক্তরিসাক্ষ্য আবশ্যক হব।ে অন্যথায় রমজান মাস ত্রশিদনি পূর্ণ করতে হব।েএর দলীল হচ্ছ-ে রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহওিয়া সাল্লামএর বাণী:

(صوموالرؤيتهوأفطروالرؤيتهفإنغمعليكمفأكملواالعدةثلاثينيوماً)

"তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দখেে রোজা পালন কর এবং তা (নতুন চাঁদ) দখেে রোজা ছাড়। আর যদ িআকাশ মঘোচ্ছন্ন হওয়ার কারণে তা (নতুন চাঁদ) দখো না যায় তবে ত্রশিদনি পূর্ণ কর।"

আল্লাহই সবচয়েে ভাল জাননে।